দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

33

অশালীন আচরণের অভিযোগ ॥ প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

অশালীন আচরণের অভিযোগে পুলিশ গতকাল (মঙ্গলবার) মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলীকে গ্রেফতার করিয়াছে। জানা যায়, গতকাল সকাল ৯টায় প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলীর অফিস কক্ষে দশম

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার

(১ম পৃঃ পর)

শ্রেণীর ছাত্রী নাসিমা বেগম চিৎকার করিয়া উঠিলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ছুটিয়া যায়। 'প্রধান শিক্ষক আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে'—নাসিমার এই কথা শুনিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইসময় বহিরাগত কয়েকজন যুবক প্রধান শিক্ষকের কক্ষে ঢুকিয়া উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলে। ছাত্র-ছাত্রীরা অফিসের আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করে। এক পর্যায়ে তাহারা অফিসের ফাইলপত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। সকাল ১০টায় মতিঝিল থানা পুলিশ ইয়াকুব আলীকে থানায় নিয়া যায়।

প্রধান শিক্ষকের কথিত অশালীন আচরণের প্রতিবাদে সকাল ১১টায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করিয়া প্রেসক্লাবের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকাবাসীর পক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবী করা হয়। এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার খন্দকার মুশতাক আহমেদ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা পুনরায় মিছিল করিয়া স্কুলের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। আজ সকাল ১০টায় স্কুল প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হইয়াছে।

এদিকে মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রী নাসিমা বেগম প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় অভিযোগ দায়ের করিয়াছে। অভিযোগে নাসিমা জানায়, সকাল ৯টায় ভূগোলের নোট বই আনার জন্য সে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রধান শিক্ষক তাহাকে জড়াইয়া ধরে এবং চুমু খায়। নাসিমার চিৎকার শুনিয়া সহপাঠীরা ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায়।

ঘটনা সম্পর্কে স্কুলের জনৈক সহকারী শিক্ষক জানান, সকাল ৯টায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষে একটি মেয়ের চিৎকার শোনা যায় এবং ইহার পরই বহিরাগত দুইজন যুবক প্রধান শিক্ষকের উপর চড়াও হয়। মেয়েটি স্কুলের মাঠে বসিয়া 'প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশালীনতার অভিযোগ তুলিয়া বিলাপ করিতে শুরু করিলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এদিকে অভিভাবকদের পক্ষে মেসবাহ উদ্দিন আবু, এ কিউ এম জায়নুল আবেদিন, এবং সামছুজ্জামান খান এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মডেল হাই স্কুলের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার জন্য গতকালের ঘটনা ঘটানো হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে প্রধান শিক্ষকের নামে গুজব রটাইয়া প্রধান শিক্ষককে মারধর, স্কুলের আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিবৃতিতে এই ঘটনায় ওয়ার্ড কমিশনার মুশতাক আহমেদ ও স্কুলের বহিষ্কৃত শিক্ষক টিপুকে দায়ী করা হয়। উল্লেখ্য, ইয়াকুব আলী মডেল হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। থানা হাজতে থাকায় তাহার বক্তব্য পাওয়া যায় নাই। পুলিশ জানায় যে, ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া দেখা হইতেছে।